কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত

ECHOES
INDIA

শ্রী রামচন্দ্র মিশন®

জানুয়ারী ২০১৪ ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

শুভ নববর্ষ !

মানাপাক্কাম ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ – ১ জানুয়ারী ২০১৪

খ্রীষ্টমাসের পর গুরুদেবের হালকা জ্বর থাকায় চিকিৎসকেরা চিন্তিত ছিলেন। যাইহোক, ৩০ ডিসেম্বর সন্ধ্যা নাগাদ তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। নতুন বছরে চেন্নাই ও অন্যান্য কেন্দ্র থেকে প্রায় ৮০০০ অভ্যাসী চেন্নাই আশ্রমে সমবেত হয়েছিলেন। অভ্যাসীদের জন্য ছাদে ও খেলার মাঠে অতিরিক্ত থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নববর্ষের প্রাক্কালে ধ্যান কক্ষে শিশুদের এক নাচের প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। টিভি লিঙ্কের মাধ্যমে তা গুরুদেবকে দেখানো হয়।

১ জানুয়ারী ধ্যান কক্ষ ও চারিদিকের ছাদ একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কেউ আশা করেনি যে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করবেন। কিন্তু সকলকে আনন্দে হতচকিত করে দিয়ে গুরুদেব ধ্যানকক্ষে এসে হাজির হলেন। সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতেই অভ্যাসীরা সহর্ষে আনন্দধ্বনি করতে লাগলেন। এ ছিল সত্যিই গুরুর কাছ থেকে পাওয়া নববর্ষের উপহার। একঘন্টা সৎসঙ্গের পর অভ্যাসীরা তিনটে গান পরিবেশন করেন। তারপর গুরুদেব স্বভাবসুলভ স্পষ্ট ও উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেন যে একজন কত বছর ধ্যান করছে সেটা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়; যেমন আগেকার দিনে মুনি–ঋষিরা হাজার হাজার বছর ধ্যান করতেন। কিন্তু, সহজ মার্গে বাবুজী মহারাজ বলেছেন, এক জন্মেই অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

"তাই অন্ততঃ এখন তোমরা জেগে ওঠো, হৃদয় থেকে সমস্ত ঘৃণা, অন্যকে প্রত্যাখান বা বিচার করা ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলে দাও। আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখো তুমি কি; স্নো হোয়াইটের সেই রানীর মতো। সেখানে তার ঘৃণা বেড়ে গিয়েছেল আর সে স্নো হোয়াইটকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু, আমাদের ক্ষেত্রে যতই আমরা সত্যের দৃষ্টিতে, জানার আকুলতা নিয়ে আয়নায় আমাদের দেখি, আমরা ততই আমাদের পরিমাপ করতে, সংশোধন করতে সক্ষম হই আর এইভাবেই বিবর্তনের মই বেয়ে একটা একটা করে সিঁড়ি অতিক্রম করে আমরা উন্নীত হই।" পরিশেষে তিনি বলেন, "তোমাদের সকলের জন্য আমার দুটো বার্তা আছে। প্রথমটা হোল 'সময়ের অপচয় কোর না' আর দ্বিতীয়টা হোল 'সবাইকে ভালবাসো যাদের তিনি ভালোবাসেন'।

গুরুদেব পরে বাইরে রোদে বসেন। ওমেগা স্কুলের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গুরুদেব অনেকটা সময় তাদের সাথে কাটান, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন ও এই শুভদিনে তাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানান।

ভারতবর্ষের অঞ্চলগুলির পুনর্গঠন

১ জানুয়ারী ২০১৪ থেকে গুরুদেব ভারতবর্ষে মিশনের বিভিন্ন অঞ্চলগুলিকে পুনর্গঠন করেন। পার্শ্ববর্তী মানচিত্রে ভারতবর্ষে মিশনের বিভিন্ন নতুন অঞ্চলগুলি দেখানো হয়েছে এবং নীচের টেবিলে অঞ্চলগুলির নাম ও ভারপ্রাপ্ত অঞ্চলাধিকারীর নাম দেওয়া হয়েছে।

Zone	Zone Name	Zone-in-Charge	Proposed Email ID
1	Hyderabad Metro	Shri Ulhas Rao Kumble (Hyderabad)	zic.ap1@srcm.org
1A	AP North	Shri Madhusudanarao Kothapalli (Hyderabad)	zic.ap1a@srcm.org
1B	AP Coastal North	Shri Adinarayana Moganty (Visakhapatnam)	zic.ap1b@srcm.org
1C	AP Coastal South	Shri M R Gangadhar (Nellore)	zic.ap1c@srcm.org
1D	AP South	Shri Gangadhara Dontireddy (Hyderabad)	zic.ap1d@srcm.org
2	Chennai Metro	Capt. Vineet Singh Ranawat (Chennai)	zic.tn2@srcm.org
2A	Tamil Nadu North	Shri B S Murugan (Hosur)	zic.tn2a@srcm.org
2B	Tamil Nadu East	Shri T S Raghuram (Tiruchirapalli)	zic.tn2b@srcm.org
2C	Tamil Nadu West	Shri T V Viswanatha Rao (Tiruppur)	zic.tn2c@srcm.org
2D	Tamil Nadu South	Shri Ramanathan Ramachandra (Madurai)	zic.tn2d@srcmorg

continued..

Reorganisation of Zones in India (contd..)

Zone	Zone Name	Zone-in-Charge	Proposed Email ID
3A	Kerala South	Shri K U Mohan (Thrissur)	zic.kl3a@srcm.org
3B	Kerala North	Shri A K Mohandas (Palakkad)	zic.kl3b@srcm.org
4	Bangalore Metro	Shri Girish Totloor (Bangalore)	zic.ka4@srcm.org
4A	Karnataka North	Dr. Gajendra Singh (Gulbarga)	zic.ka4a@srcm.org
4B	Karnataka South	Shri Madhusudan Krishnaswamy (Mysore)	zic.ka4b@srcm.org
4C	Karnataka Coastal	Shri Subraya Pai (Vittal)	zic.ka4c@srcm.org
5	Mumbai Metro	Shri Tushar Pradhan (Mumbai)	zic.mh5@srcm.org
5A	Maharashtra West	Shri Subhash Vaidya (Pune)	zic.mh5a@srcm.org
5B	Maharashtra Central	Shri Arun Kumar Chauhan (Aurangabad)	zic.mh5b@srcm.org
5C	Maharashtra Vidharba	Shri Rajendran Rethinam (Pulgaon)	zic.mh5c@srcm.org
6A	Gujarat North	Shri Rajesh Agrawal (Ahmedabad)	zic.gj6a@srcm.org
6B	Gujarat South	Dr. Surendra R Agrawal (Surat)	zic.gj6b@srcm.org
7A	Rajasthan West	Shri Vikas Moghe (Jodhpur)	zic.rj7a@srcm.org
7B	Rajasthan East	Shri Madhukar Kochar (Jaipur)	zic.rj7b@srcm.org
8A	Madhya Pradesh West	Shri Navin Mishra (Ujjain)	zic.mp8a@srcm.org
8B	Madhya Pradesh East	Maj Gen(Retd) Anand Narayan Mudre (Jabalpur)	zic.mp8b@srcm.org
9	New Delhi Metro	Shri Sudhir Marwaha (New Delhi)	zic.dl9@srcm.org
10	Punjab	Maj Gen(Retd) Harbhajan Singh (Chandigarh)	zic.pb10@srcm.org
11A	Jammu & Kashmir	Shri Surender Sharma (Jammu)	zic.hpjk11@srcm.org
11B	Himachal Pradesh	Shri Surender Sharma (Jammu)	zic.hpjk11@srcm.org
12A	UP West	Shri Ashok Kumar Garg (Meerut)	zic.up12a@srcm.org
12B	UP- Shahjahanpur	Shri Prabhat Kumar Sinha (Bankey Ganj)	zic.up12b@srcm.org
12C	UP - Lucknow	Shri Ashish Kumar Singh (Kanpur)	zic.up12c@srcm.org
12D	UP - Allahabad	Shri Ashish Kumar Singh (Kanpur)	zic.up12d@srcm.org
12E	UP East	Shri Awadesh Singh (Gorakhpur)	zic.up12e@srcm.org
13	West Bengal - Kolkata	Shri Ajay Kumar Bhatter (Kolkata)	zic.wb13@srcm.org
14	Odisha	Shri Gandharba Behera (Bhubaneswar)	zic.or14@srcm.org
15	Arunachal Pradesh, East Assam, Nagaland	Shri Ishwar Prasad (Tinsukia)	zic.arnl15@srcm.org
16	Meghalaya, West Assam, Tripura, Manipur, Mizoram	Shri Dhani Chand (Guwahati)	zic.as16@srcm.org
17	Bihar	Shri Manoj Tiwari (Ranchi / Kolkata)	zic.brjh17@srcm.org
18	Uttarakhand	Shri Bhupendra Singh Chuphal (Almora)	zic.uk18@srcm.org
19	Chhattisgarh	Shri Deepak Tyagi (Raipur)	zic.ct19@srcm.org
20	Jharkhand	Shri Manoj Tiwari (Ranchi / Kolkata)	zic.brjh17@srcm.org
21	Haryana	Shri Satya Narayan Mandal (New Delhi)	zic.hr21@srcm.org
22	Sikkim, West Bengal - North	Shri Ravindra Telang (Gangtok)	zic.si22@srcm.org

অক্টোবর ২০১৩

চাইনীজ্ সেমিনার শেষ হয়ে যাওয়ার পর গুরুদেব অসুস্থতার জন্য অভ্যাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে অসুবিধা বোধ করছিলেন । তাঁর পায়ের সমস্যা চলছিলই এবং উন্নতির কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না । দুটো পায়েরই গোড়ালি ফুলে যাওয়ার জন্য তাঁর হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মতো পা দুটো তুলে রাখতে বলা হয়েছিল ফুলো কমে যাওয়ার জন্য ।

১২ অক্টোবর প্রাতঃরাশের পর তিরুভালুর জমির পরিকল্পনা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেন; তারপর তিনি গল্ফ্ কার্টে প্রায় ৪৫ মিনিট আশ্রম পরিদর্শনে বের হন । চারজন অভ্যাসীর সহায়তা নিয়েও তাঁর গল্ফ্ কার্টে বসতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল ।

সন্ধ্যায় গুরুদেব তাঁর শয়নকক্ষের বাইরে আশ্রমের পিছন দিকে বসেছিলেন । গুরুদেবের রোদে বসে থাকার জন্য এটা এক মনোরম জায়গা ।

১৩ অক্টোবর, গুরুদেব অসুস্থ বোধ করায় ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং কয়েকটা বিবাহও সম্পন্ন করান । দশেরার সময় বলে আশ্রমে বেশ কিছু অভ্যাসী সমাগম হয়েছিল । গীতার উপর প্রশ্নোত্তর পর্ব কটেজের হলে অনুষ্ঠিত হয় । ভ্রাঃ চক্রপাণীর প্রশ্নের উত্তরগুলো ভ্রাঃ সংস্কৃত কান্নান দিচ্ছিলেন যার মধ্যে বেশীর ভাগই গীতার সঙ্গে সহজমার্গের সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছিল । আলোচনার মধ্যে গুরুদেব হঠাৎ মাইক তুলে নেন এবং তাঁর কক্ষথেকেই তিনি তাঁর অভিমত দিতে থাকেন । সকলে তাঁর গলার আওয়াজ শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন । গুরুদেব বলেন, " আমি জানি লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে একমাত্র নিশ্চিত উপায় হল সেবা করা যা আমি পালন করে এসেছি ।"

গীতা পর্ব শেষে ভীড় কমে যাওয়ার পর গুরুদেব কটেজের হলে এসে নব–দম্পতিদের ও উপস্থিত অন্যান্য অভ্যাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন ।

১৬ অক্টোবর গুরুদেব আগত প্রশিক্ষক সেমিনারের উপর অনেকক্ষণ আলোচনা করেন । তিনি শুধুমাত্র 'প্রশিক্ষকের কাজ'এর উপরই আলোচনা করেন নি, তিনি 'প্রশিক্ষকের জীবন'এর উপর আলোচনা করেন ।

চাইনীজ্ শিক্ষা

একদিন সকালে প্রাতঃরাশের পর গুরুদেব ক্লান্ত বোধ করছিলেন । তিনি শুয়েছিলেন কিন্তু ঘুমোতে পারছিলেন না । দুজন চিনা অভ্যাসী বোন এক চাইনীজ্ পাঠ পরিচালনা করেন, আর তাতে গুরুদেব বেশ সুস্থ বোধ করেন এবং চিনা ভাষায় আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠেন । তিনি তাঁর অফিস কক্ষে আসেন এবং ভাষা ব্যাপারে তাঁর এই আগ্রহ – এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "দেখো, আমি মানুষ ভালোবাসি । তাই আমি তাদের জানতে চাই, তাদের সংস্কৃতিকে জানতে চাই এবং তাদের সাথে কথোপকথন করতে চাই । তাই আমাকে তাদের ভাষাও শিখতে হবে ।"

একদিন সন্ধ্যায় অনেক অভ্যাসী গুরুদেবের কটেজের সামনে সমবেত হয়েছিল । কিন্তু, দেরী হয়ে গিয়েছিল আর গুরুদেব বিশ্রাম করছিলেন । তাঁর বাইরে আসার সম্ভাবনা কম হয়ে আসছিল । হঠাৎ প্রায় ৭টার সময় তিনি বাইরে এসে সমবেত সকলের সাথে দেখা করেন । তিনি হিন্দিতে বলেন, " বহুদূর থেকে তোমরা আশ্রমে এসেছ, এতে আমি খুবই খুশি হয়েছি । অনেক অভ্যাসী স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে মানাপাক্কাম আশ্রমে আসে । আমি অভ্যাসীদের বলব, তারা প্রথমে তাদের নিজেদের আশ্রমে কাজ করুক, নিজেদের আশ্রমকে আগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুক । এ হলো তোমাদের বাড়ি । আগে একে পরিষ্কার রাখ । ভিতরের ও বাইরের পরিচ্ছন্নতা – দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ ।" প্রেমের বিষয়ে বলতে গিয়ে গুরুদেব উদাহরণ দেন, "একদিন কৃষ্ণ দ্বারকা ছেড়ে যাওয়ার সময় রাধা কৃষ্ণকে শুধুমাত্র তাঁর একার জন্য বাঁশী বাজাতে অনুরোধ করেন । উত্তরে কৃষ্ণ বলেন, আমি সবসময় শুধুমাত্র তোমার জন্যই বাঁশী বাজাই, কিন্তু অন্য সকলেও তা শুনতে পায় ।"

২০ অক্টোবর, রবিবার

গীতা পর্বের পর গুরুদেব ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে ফ্রান্সের নাইস্ আশ্রমের অভ্যাসীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন । ভ্রাঃ পল্ জোল্ সেমিনারের কার্যকারিতা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন এবং গুরুদেব বলেন, "আমি দেখছি, এই ধরণের সেমিনারগুলো ধীরে ধীরে তোমাদের (প্রগতির পথে) এগিয়ে নিয়ে চলেছে ।" তারপর তিনি বলেন, " এখন তোমরা সকলে অবশ্যই একই কাজ করবে, অন্যদের সাহায্য করবে । আমি সবসময় বলে আসছি, আমরা শুধুমাত্র আমাদের জন্য প্রগতি করি না । এটা যেন অনেকটা প্রগতির শৃঙ্খল ।" এই ধরণের প্রগতিকে তিনি বলেন 'মহাজাগতিক বৃক্ষ' । এই ধরণের বৃক্ষে অসংখ্য পাতা, অসংখ্য ডালপালা, অসংখ্য শাখা–

প্রশাখা । তবুও তারা সবাই এক । তারা বিচ্ছিন্ন নয়, তারা সকলে একই বৃক্ষের অংশ । "তাই আমাদের বোঝা উচিত, আমরা শুধুমাত্র তাই করছি, যার জন্য আমাদের তৈরি করা হয়েছে ।" এরপর তিনি একে 'স্পর্শমণি'র সঙ্গে তুলনা করে বলেন, "আমার গুরুদেব বলেছেন, একটা স্পর্শমণি শুধু অন্যকে সোনায় পরিণত করে, আমি এমন জিনিস চাই যা একটা স্পর্শমণি থেকে আর একটা স্পর্শমণি তৈরি করবে । তাই আমার গুরুদেব বলতেন, 'আমি শিষ্য তৈরি করি না, আমি মাস্টার তৈরি করি ।' প্রত্যেকে গুরুদেব হতে পারে না, কিন্তু, প্রত্যেকে গুরুদেবের মতো হতে পারে ।" অবশেষে তিনি বলেন, " এক অর্থে আমি তোমাদের সকলের সাথে থাকতে পেরে খুশি হয়েছি, কিন্তু, অন্য অর্থে আমি খুব খুশি নয় কারণ আমি তোমাদের সকলের সাথে থাকতে পারব না ।" তারপর গুরুদেব বলেন, "বিশ্বাস করো, আমি তোমাদের কাছে আছি, আমি আমার অন্তরে তোমাদের সকলের সাথে আছি ।"

তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গুরুদেব বলেন, যদিও তিনি সুস্থ বোধ করছেন না, উঠতে দেরি করছেন, তবুও তিনি জোর করে নিজেকে তৈরি করছেন, প্রাতঃরাশ সেরে হুইল্‌চেয়ারে বেরিয়ে পড়ছেন । গুরুদেব বলেন, " তাই দেখো, তোমরা আমাকে আগের মতোই সতেজ দেখছ । আমি যদি এটা করে দেখাতে পারি, তোমরাও এটা করতে পার । তাই আর কোন অসুস্থতা নয়, কোন ক্লান্তি নয় । যখন তুমি ক্লান্ত, ক্লান্তি ঝেড়ে উঠে পড়, যখন তুমি হতাশাগ্রস্ত, হতাশা ঠেলে বেরিয়ে এসো । যদি তুমি তার মধ্যে পড়ে থাক, তাহলেই বিপদ । মনকে অবস্থার দাস থেকে মুক্ত কর ।"

চেন্নাইএ বৃষ্টিপাত

অক্টোবর ২১ – ২৩, চেন্নাইয়ে প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছিল । গুরুদেবের শ্বাস–প্রশ্বাসের অসুবিধা হচ্ছিল । প্রাতঃরাশের পর তিনি খুবই ম্রিয়মাণ ছিলেন, তাঁকে অক্সিজেনের সাহায্য নিতে হয়েছিল । তিনটি আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল । গুরুদেব প্রস্তাব দেন একসাথে তিনি সকলের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন । কিন্তু, তারা বিভিন্ন সময়ে এসে হাজির হয় । ফ্রান্সের অভ্যাসীরা ফ্রান্সের তিনটি বিভিন্ন আশ্রম ও মানাপাক্কাম আশ্রমের সাথে চতুর্মুখী আলোচনার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করলেন যেখানে গুরুদেব ফ্রান্সের অভ্যাসীদের সরাসরি সম্বোধন করবেন ।

এরপর গুরুদেব বাইরে এসে প্রশিক্ষণরত ফেসিলিটেটরদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন । তিনি কৃত্রিম বিনম্রতা এড়িয়ে চলার উপর জোর দেন এবং বলেন বিনম্রতা, বদান্যতা ও সরলতা এগুলো সহজমার্গ অভ্যাসীর স্বাভাবিক গুণাবলী এবং প্রত্যেকের উচিত সহজমার্গ সাধনার উপর মনসংযোগ করা । বক্তব্যের পর গুরুদেব সিটিং দিতে মনস্থির করেন । ততক্ষণে প্রশিক্ষকরাও ভিতরে এসে গুরুদেবের সামনে বসে পড়েছেন । প্রায় ৩৫ মিনিট সিটিং দেবার পর গুরুদেব প্রায় শ্বাস–প্রশ্বাস রহিত হয়ে যান ।

প্রশিক্ষক শিক্ষণ কার্যক্রম

এক দল প্রশিক্ষক শিক্ষার্থী দুই সপ্তাহের 'প্রশিক্ষণ কার্যক্রম'এ অংশগ্রহণের জন্য আশ্রমে আসেন । এ এক নতুন পদ্ধতি যেখানে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোনীত করা হয়েছে, যারা আশ্রমে এসে 'প্রশিক্ষণ কার্যক্রম'এ অংশ নেবে এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হবে । প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় সপ্তাহে ২২ জন শিক্ষার্থী গুরুদেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন । গুরুদেব জোর দিয়ে বলেন যে, প্রশিক্ষকদের কাছে এটা শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি নয়, এটা এক 'চুক্তি' যে তারা সহজমার্গের নিয়মাবলী পালন করবে এবং তারাও প্রথমতঃ অভ্যাসী । তিনি প্রশ্ন করেন কতজন প্রশিক্ষক নিয়মিত সহজমার্গ সাধনা করেন । এরপর তিনি তাদের একঘন্টা ধরে এক সিটিং দেন ।

অভ্যাসীদের সঙ্গে

এখন প্রায়ই গুরুদেব তাঁর শয়নকক্ষের পিছন দিকে রোদে বসেন এবং তাঁর প্রাতঃরাশ গ্রহণ করেন । একদিন সকালে তিনি বেশ ভালো মেজাজে কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন । তিনি বলেন, " যখন GST কার্যকরী ছিল, আমি অনুভব করতাম মিশনে যা কিছু হচ্ছে বা ঘটছে তা থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে ।

"কোথায় কি ঘটছে, আমি জানতে পারতাম না আর এসব করা হত আমাকে সব ব্যাপারে বিরক্ত না করার জন্য । কিন্তু, আমি তো বিরক্ত (জড়িত) হতে চাই ।" তিনি বলেন নিয়মিত তিনি অভ্যাসীদের সাথে দেখা করতে চান । "আমার খুবই একা লাগে যখন আমি এই শয়নকক্ষের মধ্যে সারাদিন বন্ধ হয়ে থাকি আর আমার চারপাশে শুধুমাত্র চিকিৎসকেরা ঘিরে থাকে ।"

সন্ধ্যায় গুরুদেব সমস্ত বাইরের অভ্যাসীদের ডেকে পাঠান এবং কটেজের বাইরে তাদের সাথে দেখা করেন । প্রায় ৩০ মিনিট ধরে তাদের সঙ্গে সাধারণ কথোপকথন হয় । হঠাৎ গুরুদেব সম্পূর্ণভাবে নীরব হয়ে যান । একটা সময় ছিল যখন চারপাশে সম্পূর্ণ স্থীরতা ও নীরবতা বিরাজমান । অভ্যাসীরাও নীরব ছিল এবং মনে হচ্ছিল প্রকৃতিও সহায়তা করছিল । প্রায় ১৫–২০ মিনিট সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ ছিল । তারপর গুরুদেব ফ্রান্সের মিশনের ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে শুরু করেন ।

নভেম্বর ২০১৩

কার্যকরী সমিতির বৈঠক

দীপাবলীর প্রাক্কালে গুরুদেবের কটেজে মিশনের কার্যকরী সমিতির সদস্যদের এক বৈঠক আহ্বান করা হয় । বৈঠকের পূর্বে কয়েকজন গুরুদেবের সঙ্গে অফিসে দেখা করেন । ভ্রাঃ জ্যাকি গুরুদেবকে এক ঋষি প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যিনি তাঁর কল্পনাশক্তিতে দেখেছিলেন সীতা বনবাসে চলেছেন । তিনি কি সীতার এই ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করতে বা এই বিয়োগান্তক ব্যাপারটাকে এড়াতে পারতেন না ? উত্তরে গুরুদেব বলেন, "সেই ঋষি এটা করতে পারতেন না, যদি না এটা শ্রীরামের পরিকল্পনা হোত । দ্বিতীয়তঃ আমরা সকলেই কিছু না কিছু সংস্কার নিয়ে এখানে এসেছি এবং বিশ্ব সংসারে কি হচ্ছে তা আমরা পরিবর্তন করতে পারি না । যখন আমরা বিবর্তনের কথা বলি, তা মূলতঃ আধ্যাত্মিক বিবর্তন, বাহ্যিক বিবর্তন নয় যা কিনা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চলতে থাকে ।" তিনি আরও বলেন, "শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন অবতারের অংশ কারণ তিনি তাঁর দেবত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তাঁর দেবত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন । তাই এ হোল চেতনার বিবর্তন আর আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত চেতনার উন্নতিসাধনের জন্য ।"

ভ্রাঃ কমলেশ দু'ঘন্টা ধরে সভার কার্যবিবরণী চালিয়ে গেলেন । পরিশেষে তিনি গুরুদেবের আদেশ পড়ে শোনালেন যেখানে বলা হয়েছে প্রত্যেক বছর সদস্যদের এক–তৃতীয়াংশ পদত্যাগ করবে আর সেই জায়গায় নতুন সদস্যদের অন্তর্ভূক্ত করা হবে । ঠিক সেই সময় গুরুদেব তাঁর হুইল্চেয়ারে বেরিয়ে এসে কিছু সমাপনী মন্তব্য রাখলেন । তারপর তিনি মধ্যাহ্নভোজের জন্য গেলেন ।

দীপাবলী উদ্যাপন: ২–৩ নভেম্বর, ২০১৩

পাঁচ হাজারেরও বেশী অভ্যাসী এই দুদিনের সৎসঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন । আয়োজকদের পরিকল্পনা ছিল এবং তারা এই জমায়েত নিয়ন্ত্রণ করতে প্রস্তুত ছিল । শনিবার গুরুদেব তাঁর ঘরে অনেক অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন । তিনি খুব খুশী ছিলেন এবং প্রত্যেককে সম্ভাষণ করেন । দু'দিনই গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং ভ্রাঃ কমলেশ সম্প্রতি প্রাপ্ত হুইস্পারের বার্তা পাঠ করেন ।

৫ নভেম্বর তামিলনাড়ুর দক্ষিণতম প্রান্তের ভাদাকান্গুলাম থেকে কিছু অভ্যাসী গুরুদেবের কাছে আসেন । তাঁরা এক আশ্রম নির্মাণ করে মিশনকে তা উৎসর্গ করেছেন এবং সেই সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি গুরুদেবের হাতে তুলে দেবার জন্য তাঁরা এসেছিলেন ।

৮ নভেম্বর গুরুদেব ভ্রাঃ কমলেশের সাথে নৈতিকতার উপর আলোচনা করেন । তিনি মিশনের বিরুদ্ধে আইনী মামলাগুলির ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন । এগুলি তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীর উপর ছেড়ে যেতে চাইছেন না ।

ওমেগার শিশুদের সঙ্গে

শনিবার ৯ নভেম্বর সন্ধ্যাবেলায়, গুরুদেব ওমেগার শিক্ষার্থীদের সাথে দেখা করলেন যারা একটি ফুটবল ম্যাচ জিতে ফিরেছিল এবং জাতীয় স্তরের পরবর্তী পর্যায়ের ম্যাচে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছিল। তিনি তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে ভালো থাকার আশীর্বাদ দিলেন। তিনি ছেলেদের আরও বললেন, "তোমাদের শুধুমাত্র খেলার জন্য খেলাধুলো করা উচিত। জেতাটাই শুধু খেলার মানদন্ড নয়। যখন দুজন খেলে তাতে একজনকে হারতেই হয়, কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব বজায় রাখা।"

ফরাসী অধিবেশন

রবিবার ১০ নভেম্বর, গুরুদেব নাইস্, মন্টপেলিয়ার এবং প্যারীস এই তিনটি আশ্রমের অভ্যাসীদের একসঙ্গে দেখতে পেলেন। তিনি

অভিভূত হয়ে বলেন যে ভবিষ্যতে এমন একদিন তিনি আশা করেন, যখন তিনি আরও আশ্রমকে একসাথে দেখতে পারবেন ও একসাথে সম্বোধন করতে পারবেন। একটি ছোট্ট বক্তৃতা ও তারপর সৎসঙ্গ দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত হয়। সন্ধ্যার সময় কার্যক্রমটি অডিটোরিয়াম ব্লকে আবার শুরু হয়, যেখানে ভ্রাঃ কমলেশ ফ্রান্সের তিনটি আশ্রমের অভ্যাসীদের সম্বোধন করেন। এই প্রশ্নোত্তর পর্বে ভ্রাঃ কমলেশ সংকলিত ১০টি প্রশ্নের উপর আলোচনা করেন।

ভ্রাতা মাধবের বাড়িতে

ঠিক আশ্রমের পিছনে অবস্থিত ভ্রাঃ মাধবের বাড়িতে গুরুদেব ১১ থেকে ১৮ নভেম্বর অবধি থাকেন। গুরুদেব এই পরিবর্তনে খুবই খুশি ছিলেন। ১১ নভেম্বর সন্ধ্যায় গুরুদেবের জন্য এক বিশেষ কার্যক্রমের আয়োজন হয়েছিল, তাতে রাশিয়ান ফেডেরেশনের কনসাল্ জেনেরল মিঃ নিকলাইকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং গুরুদেব তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনার ব্যাপারে বিশেষ নজর রেখেছিলেন। একজন রাশিয়ান শিল্পী "রাশিয়ান সিংগিং বেলস্"–এর সম্পাদন করলেন যাতে তিনি ঘন্টা ও বিভিন্ন আকারের বড় কাঁসার পাতের মাধ্যমে সংগীত পরিচালনা করেন।

ভ্রাঃ মাধবের বাড়িতে থাকাকালীন সকালবেলায় গুরুদেব নিজের কাজ করতেন এবং তারপর সেখানে উপস্থিত অভ্যাসীদের সিটিং দিতেন। বিশ্রামের পর সন্ধ্যাবেলায় অন্যান্য কেন্দ্র থেকে অধিক সংখ্যায় আসা অভ্যাসীদেরও সিটিং দিতেন। কিছুক্ষণ তাদের সাথে দেখা করার পরে নিজের ঘরে ফিরে যেতেন এবং সেখানে ফিজিওথেরাপিস্ট–এর কাছে চিকিৎসা নিতেন। এই ভাবেই

গুরুদেব তাঁর অবশ্য প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিলেন এবং একই সঙ্গে অভ্যাসীদের সাথেও সময় অতিবাহিত করতে পারলেন। তিনি ১৮ নভেম্বর আশ্রমে ফিরে আসেন।

নিত্যকর্মে প্রত্যাবর্তন

শনিবার ৩০ নভেম্বর ২০১৩, সকাল বেলায় গুরুদেব নিজের কাজ এবং আলোচনা নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি নতুন প্রকাশনা গুলিকে সমান ভাবে ভাগ করে একে একে ছাপাতে বললেন যাতে অভ্যাসীদের উপর একসঙ্গে অনেকগুলি বই কেনার অতিরিক্ত ভার না পড়ে।

তারপর আলোচনা তিরুপুর নিয়ে। আগামী বছরের উৎসবগুলির আলোচনা শুরু হয় এবং ঠিক সেই সময়ই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পূজ্য লালাজী মহারাজ ও পূজ্য বাবুজী মহারাজের জন্মোৎসব তিরুপুরেই পালন করা হবে।

তারপর গুরুদেবের জন্মোৎসব সদ্য অধিগৃহীত তিরুভাল্লুরে পালন করা হবে।

সফরের তীব্র ইচ্ছা

এটা খুব স্পষ্ট যে গুরুদেব আবার ভ্রমণ করতে চাইছেন । ভ্রাঃ কমলেশ এবং অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করার সময় এই ইচ্ছা প্রকাশ পায়, উনি ভ্রাঃ কমলেশকে বলেন, " আমি যখন সুস্থ হয়ে উঠব তখন তুমি আর আমি অবশ্যই ভাডাকান্গুলাম যাবো, আমি এখন সুস্থ কিন্তু আমাকে এখনও একটি ছড়ি ধরে এবং একজনের হাত ধরে হাঁটার উপযুক্ত হতে হবে, যেমন আমি আগে অসুস্থ অবস্থায় করতাম"। এরপর তিনি যাত্রার বিভিন্ন মাধ্যমের বিচার করলেন, অবশেষে গাড়ি করে যাওয়াই উপযুক্ত মনে করে যাত্রাপথ সুনিশ্চিত করলেন ।

অন্য এক সময় উনি মিন্স্ক যাবার কথা তুললেন । তাঁর সাথে কে কে যাবে তার এক তালিকা প্রস্তুত করলেন । তিনি শাহজাহানপুর যাওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । কিন্তু কোন পূর্বসূচনা না দিয়েই যেতে চান, অন্যথায় অভ্যাসীদের ভীড় সামাল দেওয়া যাবে না ।

কাজ করার উৎসাহ

এই উৎসাহে তিনি নিজেই নিজের উপর একের পর এক কাজের ভার চাপিয়ে নেওয়ার প্রেরণা পান । তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল কেন তিনি কোন কর্মীকে নিযুক্ত না করেই SMSF–এর কাজ নিজের হাতে নিয়েছেন, তার উত্তরে তিনি বললেন, " আমি সব কিছু করতে পারি ।" তিনি আরও বলেন, "আমি কাজ করছি বলেই বেঁচে আছি । কাজ না করলে পাঁচ বছর আগেই মারা যেতাম ।"

গুরুদেবের নতুন প্রজেক্ট– তিরুভাল্লুর

গুরুদেব ভ্রাঃ পি. আর. কৃষ্ণকে তিরুভাল্লুরে ১১৩ একর জমির দেখা শোনা করার জন্য এবং জুলাই ২০১৪তে তাঁর জন্মোৎসব পালন করার জন্য নিযুক্ত করেছেন । গুরুদেব নিজে SMSF কার্যকলাপের পরিকাঠামো দূর থেকে দেখাশোনা করছেন এবং তার সাথে উর্বর জমিতে যেখানে পর্যাপ্ত জল উপলব্ধ সেখানে কৃষিকার্য যাতে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় সেটাও দেখছেন ।

সহজ সন্দেশ নম্বর ২০১৩.৫৪

বুধবার, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৩

প্রিয় ভাই বোনেরা,

এই বছর (২০১৪), তিনটি মূল উৎসব আয়োজনের পরিকল্পনা আছে সেগুলি হল ২রা ফ্রেরুয়ারী (৪ দিন– ১, ২, ৩ ও ৪ ফ্রেরুয়ারী) লালাজী মহারাজের জন্মোৎসব । ২৯ এপ্রিল, ৩০ এপ্রিল ও ১ মে বাবুজী মহারাজের জন্মোৎসব । দুটি অনুষ্ঠানই ডি. জে. পার্ক তিরুপুর, ভারতবর্ষে পালন করা হবে । বর্তমান সভাপতির জন্মোৎসব চেন্নাই–এর তিরুভাল্লুরে ২৩, ২৪ ও ২৫ জুলাই পালন করা হবে । শেষের অনুষ্ঠানটি তিরুভাল্লুরে কিছুদিন আগেই অধিগ্রহণ করা কৃষি জমিতে করা হবে যেটিকে আপাততঃ অনুষ্ঠান উপযুক্ত করে তোলার করার কাজ চলছে ।

আমি প্রস্তাব দেব আজকের এই মূল্যবৃদ্ধির সময় অভ্যাসীরা তিনটির মধ্যে কোন একটি উৎসবকে বেছে নিন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটি রেজেস্ট্রি করে নিন । যাতে আমরা জানতে পারি যে, কতজন অভ্যাসীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করতে হবে ।

এইভাবে অভ্যাসীরা নিজেদের পরিবারকেও সাথে আনতে পারবেন কেননা যদি কোনো অভ্যাসী তিনটি জায়গাতেই যেতে চান তার পক্ষে নিজের পরিবারকে সাথে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে না । দয়া করে এই অনুরোধটিকে খুব গম্ভীর ভাবে নিন এবং কোন একটি উৎসবের জন্য নিজেকে রেজিস্ট্রার করান ।

যেসব অভ্যাসীরা কোন উৎসবেই যেতে পারবেন না, তারা নিজের নিজের কেন্দ্রে এসে উৎসবটি পালন করতে পারবেন । তাদের জন্য এটি একদিনের উৎসব হবে যেমন, ২রা ফ্রেরুয়ারী, ৩০ শে এপ্রিল ও ২৪শে জুলাই । যথাযথ ভাবে অভ্যাসীদের নিজেদের কাছাকাছি আশ্রমে গিয়ে অংশগ্রহণ করতে বলা হচ্ছে । যদি সেটা সম্ভব হয়, নয়তো আজকের আর্থিক অবস্থা দেখে নিজের নিজের বাড়িতেও উৎসব পালন করা সম্ভব ।

সবাইকে আশীর্বাদ

পি. রাজগোপালাচারী

নবনিযুক্তিকরণ

ভ্রাঃ পুরণমল বৈন্ধ্যা
আশ্রম প্রবন্ধক, জয়পুর

প্রশিক্ষকদের বৈঠক

নতুন প্রশিক্ষক কর্মশালা – মানাপাক্কাম

প্রশিক্ষকদের কাজের আরো উন্নতির জন্য গুরুদেব প্রশিক্ষক তৈরীতে ও তাদের প্রশিক্ষণে নতুন পদ্ধতি কার্যকরী করেন। শিক্ষার্থীদের দু সপ্তাহের এক প্রশিক্ষণ নিতে হবে যা তাদের জ্ঞানের গভীরতা বাড়াবে, প্রতিশ্রুতি ও তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করবে। ২২ জন করে শিক্ষার্থীদের দুটি দল অক্টোবর ও ডিসেম্বর মাসে এই প্রশিক্ষণটি সম্পূর্ণ করে এবং তারা প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করার অনুমতি পায়। এই শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই এমন সব কেন্দ্র থেকে এসেছিল যেখানে আগে কোন প্রশিক্ষক ছিল না। গুরুদেব শিক্ষার্থীদের সাথে অনেকটা সময় অতিবাহিত করেন, সাথে সাথে সিটিংও দেন এবং উপযুক্ত ভবিষ্যৎ প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করার জন্য তাদেরকে তৈরী করেন।

লখ্নউ, উত্তরপ্রদেশ

NCR, উত্তরাখন্ড, উত্তর প্রদেশ (পশ্চিম) ও উত্তর প্রদেশ (মধ্য) এই চারটি অঞ্চল থেকে ৮৮জন প্রশিক্ষক "প্রশিক্ষকদের অভিজ্ঞতাকে গভীরতর করা" এই বিষয়ের উপর আয়োজিত এক কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন। আয়োজনটি ২০ থেকে ২৪ নভেম্বর BMA, লখনউ – এ করা হয়েছিল। এই কর্মশালায় শুধু বক্তৃতা শোনাই উদ্দেশ্য ছিল না বরং আত্মবিশ্লেষণ এবং অনুভবের আদান–প্রদান করার উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। আত্মবিশ্লেষণ এবং বিষয়বস্তু গুলো বুঝতে সহায়তার জন্য গুরুদেবের বিভিন্ন বক্তৃতা অংশগ্রহণকারীদের শোনানো হয়। এই কার্যক্রমটি খুবই উপযোগী হয়েছিল তার প্রমান অংশগ্রহণকারীদের উজ্জ্বল মুখমন্ডল দেখেই অনুভব করা যায়। তারা সবাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে, প্রত্যেকে এক সম্পূর্ণ মানুষ, প্রকৃত অভ্যাসী ও নিখুঁত প্রশিক্ষক তৈরী হবেন।

সোনপত, হরিয়ানা

১৩ জন প্রশিক্ষকদের নিয়ে হরিয়ানার সোনপত আশ্রম ১০ নভেম্বর ২০১৩, এক সভার আয়োজন করে। ভ্রাঃ কমলেশের সঙ্গে ZiC – এর স্বাক্ষাতের সময় যে বিষয়গুলি উঠেছিল সেই বিষয়গুলির উপর ZiC আলোচনা করেন। এই মিটিং দুপুর ১টা অবধি চলে তারপর মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সভার সমাপ্তি হয়।

লুধিয়ানা, পাঞ্জাব

পাঞ্জাব, চন্ডীগড়, আমবালা এবং মন্ডী–ডাবয়ালী থেকে আসা প্রশিক্ষকদের নিয়ে ১৭ই নভেম্বর লুধিয়ানাতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২০ জন প্রশিক্ষক এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ভ্রাঃ মেজর জেনেরল (অবসর প্রাপ্ত) হরভজন সিং, ZiC বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। ZiC সেই সব বিষয়বস্তুর উপর জোর দেন যা ঐ অঞ্চলের প্রশিক্ষক এবং অভ্যাসীদের আরও সক্রিয় ও উৎসাহিত করতে পারে। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী কাজ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, বই পড়া, মাসিক প্রশিক্ষক বৈঠক, শিশুদের মিশনের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করা এবং আলোচনার মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীদের চিন্তাধারা সকলকে অবগত করান। ZiCর দেওয়া বার্তা অংশগ্রহণকারীরা মন দিয়ে শোনেন।

কার্যনির্বাহকদের সফর

ZiCর দক্ষিণ তামিলনাড়ুর কেন্দ্র পরিভ্রমণ

১৯ অক্টোবর শ্রীভিল্লীপুথুর পৌঁছবার পর ভ্রাঃ এন. প্রকাশ এবং ZiC ভ্রাঃ টি.ভি.বিশ্বনাথ রাও অভ্যাসীদের নিয়ে বৃক্ষরোপন করেন । তারপর

কেন্দ্রগুলির বিকাশের কি কি প্রকল্প নেওয়া হবে এই বিষয়ের উপর অলোচনা হয় । এক দল প্রশিক্ষকের সাথে তারা কলসলিঙ্গম বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রমণ করেন এবং ৭০ জন MBA শিক্ষার্থীদের জন্য এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার এই মুক্ত আলোচনা চক্র প্রত্যেক কলেজে বিস্তার করা এবং ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নিয়ে সহজমার্গের উপর সপ্তাহব্যাপী এক অধিবেশন করার প্রস্তাবও রাখেন ।

তারপর সেই দলটি রাজাপালায়ম ভ্রমণ করে এবং সৎসঙ্গের পর এক ঘরোয়া আলোচনা সেরে রাত্রিতে বিরুধুনগর আশ্রমে ফিরে যায় । ২০ অক্টোবর সকালের সৎসঙ্গের পর বিরুধুনগর এবং আরুপ্পুকোট্টাই–এর অভ্যাসীদের নিয়ে এক সভার আয়োজন করা হয় যেখানে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল আশ্রমের পরিবেশের রক্ষণা–বেক্ষণ । সকাল ১১টা নাগাদ ভ্রাঃ রাও ও ভ্রাঃ প্রকাশ তিরুপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন ।

সংযুক্ত সচিবের ভ্রমণ (দক্ষিণ তামিলনাড়ু)

২২ নভেম্বর, ভ্রাঃ এ. পি. দুরাই (সংযুক্ত সচিব) মানামাদুরাই, শিবগঙ্গাই এবং মেলুর কেন্দ্র ভ্রমণ করেন । সেখানে তিনি একটি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । অভ্যাসীদের পারস্পরিক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে এবং অভ্যাদের দরুণ নিজেদের অনুভবগুলিকে ব্যক্ত করতে উৎসাহিত করেন ।

২৩ নভেম্বর, শ্রীভিল্লিপুথুর ভ্রমণ করেন ও সৎসঙ্গের পর একটি বক্তৃতা দেন যার বিষয় ছিল সহজ মার্গের অভ্যাসের দরুণ নিজেকে ধর্ম, ভাষা, জাতি, প্রজাতি ও সংস্কৃতি থেকে দূরে রাখা । তিনি অভ্যাসীদের সহজমার্গ এবং সতত–স্মরণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে উৎসাহিত করেন । বিকেল ৪টা নাগাদ তিনি সেতুনারায়ণাপুরম নামে পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে অবস্থিত এক গ্রামে ভ্রমণ করেন । তিনি সেখানে ২০জন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন । তারপর তিনি পেরাউর উপকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে রওনা হন । সেখানে তিনি পারস্পরিক অলোচনা ও সৎসঙ্গ সেরে মাদুরাই ফিরে আসেন ।

২৪ নভেম্বর, তিনি মাদুরাই ও তার নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলি থেকে আসা ৫৬০ জন অভ্যাসীদের নিয়ে এক সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । সেখানে সকালবেলায় দলগত আলোচনা ও ‘পিক এন্ড টক্’ পর্ব হল । বিকালবেলায় তিনি দলের তরুণ সদস্যদের সহজমার্গ ও নিজের কেন্দ্রকে উন্নত করার পরিকল্পনার কথা জানাতে বলেন । তিনি সৎসঙ্গ দিয়ে দিনের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

ভ্রাঃ রাজেশ রাঠোরের উত্তর কর্নাটক ভ্রমণ

ভ্রাঃ রাজেশ রাঠোর ১৫ থেকে ১৭ নভেম্বর জোন– ৪এ (উত্তর কর্নাটক)–তে অবস্থিত রায়চূর, শোরাপুর, সেদাম, হামনাবাদ, বিদার এবং গুলবার্গা ভ্রমণ করেন । ৬ জন অভ্যাসীসহ ভ্রাঃ রাজেশ এই কেন্দ্রগুলিতে যান ও সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন; তিনি অভ্যাসীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্যও রাখেন ।

১৭ নভেম্বর গুলবার্গা ও নিকটবর্তী উপকেন্দ্রগুলি থেকে আসা ২৫০ জন অভ্যাসীদের নিয়ে গুলবার্গা আশ্রমে এক পূর্ণদিবস কার্যক্রমের আয়োজন হয় । তাতে তিনটি সৎসঙ্গ হয় । ভ্রাঃ রাজেশ একটি বক্তৃতাও দেন, তারপর অভ্যাসীদের নিয়ে এক পারস্পরিক আলোচনা পর্ব সেরে প্রশিক্ষকদের এক বৈঠক হয় । প্রত্যেকটি কেন্দ্রের অভ্যাসীরাই অংশগ্রহণ করে খুব খুশী হয়েছিলেন । অনেকেই অনুভব করেন বাতাবরণটি গুরুদেবের উপস্থিতি এবং তাঁর প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল ।

ইয়েমিগনুর আশ্রম উদ্বোধন, অন্ধ্রপ্রদেশ

পূজ্য গুরুদেব ৩ নভেম্বর দীপাবলীর দিন ইয়েমিগনুর আশ্রমের উদ্বোধন করেন। এই আশ্রম অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলায় অবস্থিত। ভ্রাঃ অজয় ভট্টর ২০০৭ সালে এই আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই আশ্রমের ২.৫ একর জমি সাত ফুট উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। এই আশ্রমের ধ্যানকক্ষে প্রায় ৪০০ অভ্যাসীর বসার ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে রন্ধনশালা ও শৌচাগারও রয়েছে। আদোনী রোডের উপর অবস্থিত এই আশ্রমে রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। আশ্রমের চারপাশে অভ্যাসী আবাসনের জন্য ছয় একর জমি আছে। এই নির্মাণ কার্যে গুরুদেব খুব খুশী হন ও স্থানীয় অভ্যাসীদের কাজের প্রশংসা করেন।

আঞ্চলিক সমাবেশ, উত্তর কর্ণাটক

বাসবকল্যাণ, বিদার, হামনাবাদ, ভাল্কি, থানাকুশনুর ও গুলবার্গা থেকে প্রায় ১৪০ জন অভ্যাসী ২৭ অক্টোবর বাসবকল্যাণের শিবযোগী কলেজে এক আঞ্চলিক সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিল। এই সমাবেশের উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় অভ্যাসীদের অনুপ্রাণিত করা ও মিশনের কার্যকলাপ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা। সকালের সৎসঙ্গের পর কয়েকজন অভ্যাসী তাদের বক্তব্য রাখেন। তারপর অভ্যাসী ও শিশুরা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। দুপুরে ৩৫ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে এক মুক্ত আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নভোজের পর গুরুদেবের ভিডিও প্রদর্শিত হয়েছিল। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্বে অভ্যাসীদের সাধারণ প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। বাসবকল্যাণের অভ্যাসীরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং এই অনুষ্ঠান খুবই ফলপ্রদ হয়েছিল।

শিশুদের কার্যক্রম, থুমকুন্ঠা, অন্ধ্রপ্রদেশ

৬ এবং ২৭ অক্টোবর যুব অভ্যাসীদের একটা দল থুমকুন্ঠা আঞ্চলিক আশ্রমে ৪৫ জন শিশুকে নিয়ে সারাদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ৬ অক্টোবর CiC তাঁর বক্তব্যে বলেন, আশ্রম হল এমন এক স্থান যেখানে সব শিশুরা ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশে বড় হয়ে উঠতে পারে। তিনি শিশুদের আশ্রমের শৃঙ্খলার সাথে সঙ্গতি রেখে মজা করার অনুরোধ করেন। শিশুরা আশ্রমের বিভিন্ন দপ্তরে যায় এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে কথাবার্তা বলে, যা তাদের মধ্যে এক একাত্মতার ভাব এনে দেয়। এরপর একটা হালকা ব্যঙ্গরচনা ও ট্রেজার হান্টের আয়োজন করা হয়েছিল।

২৭ অক্টোবর উদ্ভিদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনার পর শিশুদের চারাগাছ রোপণ করতে দেখা গিয়েছিল, যা সত্যিই আনন্দদায়ক। শিশুরা ওমেগা স্কুলে দেওয়া গুরুদেবের বক্তব্য শোনে এবং মধ্যাহ্নভোজের আগে বেলুন নাচ সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করে। তারা প্রদীপে অলংকরণ করেছিল যা পরে অভ্যাসীদের মধ্যে দীপাবলীর উপহার হিসাবে বন্টন করা হয়।

উপলব্ধি, অনুভব এবং অভিব্যক্তি, ব্যাঙ্গালোর

২৪ নভেম্বর বনশংকরী আশ্রমে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে অভ্যাসীদের লেখনী প্রতিভার উন্মেষ ঘটানো। তাদের প্রদত্ত বিষয়গুলো থেকে একটা বিষয় বেছে নিয়ে, মিশনের সাহিত্য পড়ার পর প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়। প্রায় ১৫ জন অভ্যাসী মোটামুটি ১০০ জন অভ্যাসীর সামনে তাদের প্রবন্ধ রচনা তুলে ধরে এবং অংশগ্রহণকারীদের এই প্রচেষ্টা সকলের সমাদর পেয়েছিল। অংশগ্রহণকারীদের মতে এটা তাদের মিশনের সাহিত্য পড়তে ও গুরুদেবের স্মরণে থাকতে সাহায্য করেছিল।

যুব অনুষ্ঠান

ত্রিচি, তামিলনাড়ু

১০ এবং ১১ নভেম্বর ত্রিচি আশ্রমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উদ্দীপ্ত যুবকরা অংশগ্রহণ করে। সকালের সৎসঙ্গের পর ভ্রাঃ রাজেশ রাঠোর 'আত্মার যাত্রা' সম্পর্কে উপস্থাপনা করেন। অংশগ্রহণকারীদের কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল। এগুলি আত্মসমীক্ষাপূর্ণ ও ভাবনা উদ্রেককারী। অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বে ভিডিও সংযোগে সঠিক ব্যাখ্যা, 'হৃদয়ের কথা শোনো' – এই বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনা, গুরুদেব, মিশন ও পদ্ধতির উপর এক ক্যুইজ এবং 'যুবা– প্রতিশ্রুতি ও প্রচেষ্টার সময়'– এই বইয়ের উপর এক উপস্থাপনা করা হয়। সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অংশগ্রহণকারীরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ও একাত্মতাবোধ অনুভব করেছিল।

শ্রীগঙ্গানগর

শ্রীগঙ্গানগরে একদিন ব্যাপী যুব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় যেখানে ১৫ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করে। তারা চিন্তাশক্তির ওপর তথ্যচিত্র 'দ্য সিক্রেট' দেখেছিল। এটা কিভাবে আমাদের উপর কাজ করে, কিভাবে আমাদের জীবনের ওপর প্রভাব ফেলে, কিভাবে আমাদের চিন্তা পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যৎ গড়া যায় তা দেখানো হয়। সুতরাং আমাদের চিন্তা করা উচিৎ আমরা কি হতে চাই।

এক ক্যুইজ্ অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন বিষয়ের উপর চিরকূট অভ্যাসীদের দেওয়া হয়। প্রত্যেক অভ্যাসী নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে অভিমত প্রকাশ করে। বিভিন্ন নতুন বিষয় ও সেগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা প্রকাশ পেয়েছিল যা আমাদের জ্ঞানোন্মেষ ঘটিয়ে দৈনন্দিন সাধনায় সাহায্য করবে।

সম্পর্কের উপর অধিবেশন, কোলকাতা

২৪ নভেম্বর কোলকাতা বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে ডঃ স্নেহাল দেশপান্ডে 'সম্পর্ক, সহজমার্গের আলোয়' এর উপর দু'ঘন্টা ব্যাপী এক অধিবেশন পরিচালনা করেন। তিনি সম্পর্ক, এর গুরুত্ব, অধিকতর প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্কে সমন্বয় নিয়ে আসা এবং 'অপরের সাথে সংযোগ' এর মনোভাব গড়ে তোলার গুরুত্ব নির্ধারণ করেন। অধিবেশন চলাকালীন অংশগ্রহণকারীরা সুখকর মুহূর্ত ও মুহূর্তগুলি, যা আরো ভালো হতে পারত, তার তালিকা তৈরি করেছিল। এরপর প্রত্যেক দলকে একপ্রকার সম্পর্ক ভিত্তিক ভিডিও দেখানো হয় এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি ও প্রতিটি সম্পর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে বলা হয়। ভিডিওর দ্বারা তুলে ধরা মুখ্য গুণগুলি ছিল– নিঃশর্ত ভালোবাসা, অনাসক্তি, বিশ্বস্ততা, আনুগত্য, আস্থা, নম্রতা, সংযুক্ত থাকা, ধৈর্য ও সহনশীলতা। এই অধিবেশনের সমাপ্তি হয়েছিল HEART (Heart: হৃদয়, Energy: শক্তি, Amplitude: বিস্তার, Resonance: অনুরণন, Test: পরীক্ষা) এর দ্বারা ও 'Heart's Code' বইটি পড়ার পরমর্শ দেওয়া হয়েছিল। এই অধিবেশন অংশগ্রহণকারীদের সফল সম্পর্কের কিছু মুখ্য উপাদান আহরণ করতে সাহায্য করেছিল।

তিরুপুরের যুব অভ্যাসীদের মানাপাক্কাম আশ্রম পরিদর্শন

১৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর তিরুপুর কেন্দ্রের ১৮৮ জন অভ্যাসী মানাপাক্কাম আশ্রমে এসেছিল। তারা আধ্যাত্মিক প্রগতি এবং সাধনার উপর অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে। মানাপাক্কামের বয়োজ্যেষ্ঠ অভ্যাসীদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করে ও আশ্রমে কিছু স্বেচ্ছাসেবী কাজেও অংশ নেয়। তারা ১৪ ও ১৫ নভেম্বর গুরুদেবের সাথে সাক্ষাৎ করে ও তাঁর সাথে কিছু সময় অতিবাহিত করে। সকল অভ্যাসীরা উদ্দীপ্ত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হতে দেখা গিয়েছিল।

ছোট ছোট কিছু মুহূর্ত

পোলাচি, তামিলনাড়ু

ভ্রাঃ পি.ভি. অরুনাচলম ও ভঃ সুমতি ১ ডিসেম্বর এক সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন । সকালে 'পিক্ এ্যান্ড টক্' এবং সন্ধ্যায় ক্যুইজ্ – এই অনুষ্ঠানের অংশ ছিল । এই অনুষ্ঠান অভ্যাসীদের হৃদয়ে প্রবল উৎসাহ ও সংকল্পের ঢেউ নিয়ে এসেছিল – সাধনায় আন্তরিক ও নিয়মিত হবার জন্য ও আধ্যাত্মিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য ।

দুর্গ, ছত্রিশগড়

২০ অক্টোবর দুর্গ কেন্দ্রে ৩২ জন অভ্যাসী 'সাফাই'এর উপর এক GITP অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে । তারা অনুভব করে যে এই অধিবেশন অভ্যাসকালীন ত্রুটি–বিচ্যুতি সনাক্ত করতে এবং আমাদের সহজমার্গ পদ্ধতি অনুযায়ী 'সাফাই' প্রক্রিয়াকে ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করেছিল ।

জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ

রেওয়ার সৈনিক স্কুল ও জয় জ্যোতি স্কুলের ষষ্ঠ থেকে দবাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা ও কর্মচারীদের নিয়ে স্ব–উন্নয়ন, আধ্যাত্মিকতা ও মূল্য ভিত্তিক শিক্ষার উপর এক VBSE অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । এই অনুষ্ঠানে সাফল্য এবং প্রেরণা, পরিপ্রেক্ষিত, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি বিষয়গুলি ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছিল ও কার্যক্রমটি ছাত্রবৃন্দ ও কর্মচারীদের দবারা সমাদৃত হয়েছিল । অনুষ্ঠান সমাপ্তিতে পদ্ধতি সম্পর্কে বহুসংখ্যক জিজ্ঞাসাবাদ হয় ।

থানে, মহারাষ্ট্র

১৬ নভেম্বর লাফ্‌টার ক্লাব, কোলসেট রোড, থানে–তে ২৭ জন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে, চারজন প্রশিক্ষকের দবারা হিন্দিতে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল । ফেসিলিটেটররা বুঝিয়েছিলেন যে, ধ্যান আমাদের ভূত বা ভবিষ্যতের চিন্তা মুক্ত করে বর্তমানে বেঁচে থাকতে শেখায়, যা আমাদের দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে সাহায্য করে । প্রশিক্ষকরা উল্লেখ করেন যে, সিটিং এর জন্য তারা সবসময়ই উপলব্দধ আছেন ।

কুর্গের অভ্যাসীদের মানাপাক্কাম পরিদর্শন

১৯ থেকে ২৩ নভেম্বর কুর্গের ৪৫ জনেরও বেশী অভ্যাসী মানাপাক্কামে এসেছিলেন । কুর্গ আশ্রমের বিকাশ গুরুদেবকে খুশি করেছিল । অভ্যাসীরা গুরুদেবকে একটি কুর্গী পেটা (ঐতিহ্যগত টুপী) ও রূপার তৈরী সোনায় বাঁধানো একটি পিছে–কাঠি (কুক্‌রী) উপহার দিয়েছিল । গুরুদেব এরপর একটি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । যদিও এই কেন্দ্রের সূচনা হয়েছিল ২০ বছরেরও আগে, সম্প্রতি এটি দ্রুত উন্নতি করতে শুরু করেছে । বর্তমানে মাডিকেরী, বার্গুন্ডা ও বিরাজপেটে তিনজন অভ্যাসীর বাড়ীতে সৎসঙ্গ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

ত্রিচি তামিলনাড়ু

অভ্যাসীদের মিশনের রচনাগুলি পড়ায় উৎসাহিত করার জন্য সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে 'সাহিত্য থেকে জানা' অনুষ্ঠানটির সূত্রপাত হয়।

আগ্রহ ও নতুনত্ব আনার জন্য প্রতিমাসের তৃতীয় রবিবার এক সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যাতে ক্যুইজ্ ও ঐ মাসের বেছে নেওয়া বই থেকে গুরুদেবের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়। যে বইগুলো এ যাবৎ উল্লিখিত হয়েছে সেগুলো হল 'রিয়ালিটি অ্যাট্ ডন্', 'মাই মাস্টার' এবং 'রোল অব্ মাস্টার ইন হিউম্যান ইভলিউশন্'।

এই অনুষ্ঠানটি বহু অভ্যাসীকে মিশনের সাহিত্য পড়তে অনুপ্রাণিত করেছে। বেশি বই বিক্রি তাই প্রমাণ করে। এটা মানুষকে এগিয়ে এসে আধ্যাত্মিক বিকাশে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভাগ করে দেওয়ায় সাহায্য করেছে। তাদের বইএর প্রতি উপলব্ধি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দলবদ্ধতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি গভীর মনোযোগ এই অনুষ্ঠানের ফলস্বরূপ।

চিক্‌মাগালুর, দক্ষিণ কর্ণাটক

ভ্রাঃ মোহনদাস হেগ্‌ড়ে ২৪ থেকে ২৬ অক্টোবর AIT কলেজ, BSNL অফিস, ইউরেকা অ্যাকাডেমী, MES কলেজ ও TMS কলেজে কয়েকটা মুক্ত আলোচনা চক্র পরিচালনা করেন। এই পর্বের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল –আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা এবং দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনের জন্য ধ্যানের গুরুত্ব।

২৬ নভেম্বর তিনি এক গৃহসমাবেশের আয়োজন করেন, যাতে চিক্‌মাগালুর কেন্দ্রের অধিকতর বিকাশের উপায় আলোচিত হয়।

২৭ অক্টোবর কাদুর ও হরিহরণপুরায় অভ্যাসীরা সিংহভবনে এক অর্ধদিবস অনুষ্ঠানে যোগদান করে। ভ্রাঃ হেগ্‌ড়ে 'ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন' এর উপর বক্তব্য পেশ করেন ও গুরুদেবের জীবনের উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করেন। এরপর আমাদের সাধনায় বাধাগুলিকে কিভাবে অতিক্রম করা যায়, সে সম্বন্ধে এক দলগত আলোচনা হয়। ভ্রাঃ রমাকান্ত অভ্যাসী হবার পর তার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। এই অনুষ্ঠান অংশগ্রহণকারীদের ভালো লেগেছে ও তারা এইরকম আরও অনেক অনুষ্ঠানের আশা প্রকাশ করেন।

নতুন প্রকাশনা

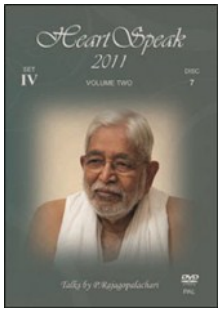

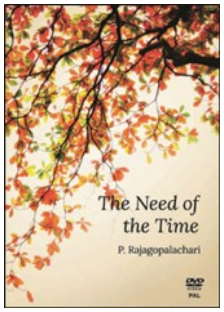

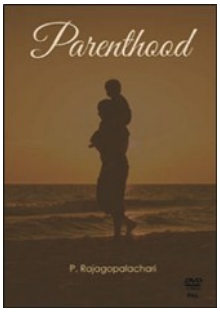

DVDs

HeartSpeak 2011—Volume 2 (English)
The Need of the Time - (English)
Parenthood - (English)

BOOKS

Principles of Sahaj Marg
Vol 13
Tamil

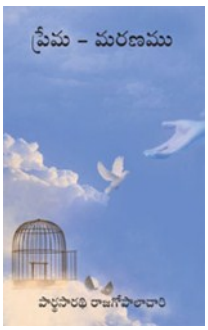

Love and Death
Telugu

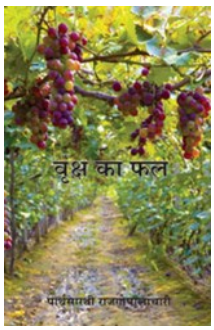

Fruit of the Tree
Hindi

Abhyasi Diary
Hindi

The Spider's Web
Vol 1
Malayalam

যোগাশ্রম, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ

জ্যোতির্কেন্দ্র

প্রকৃতির সমস্ত সম্পদ তা সে স্বাস্থ্য, ধনদৌলত, যশ, সমৃদ্ধি যাই হোক না কেন, সবকিছুই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব, কিন্তু সময় নয়। সময়কে পুনরুদ্ধার করা যায় না।
পার্থসারথী রাজাগোপালাচারী, ১১ জুলাই ২০১০, শিলিগুড়ি

উত্তরবঙ্গে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি ছোট শহর শিলিগুড়ি। এর অবস্থানের কারণে এটি উত্তর–পূর্বের তোরণদ্বার ও এর সীমানায় বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটান অবস্থিত। ৪.৮৩ একরের আশ্রমটি ছোবাভিটা গ্রামে অবস্থিত, যা শহর থেকে আনুমানিক ১২ কিমি, রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৮ কিমি ও বিমান বন্দর থেকে আনুমানিক ২৫ কিমি দূরে। এই আশ্রমের সৌন্দর্য দর্শনীয়; কারণ এখান থেকে বরফাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া দেখতে পাওয়া যায়।

গুরুদেব ২ নভেম্বর ২০০৯ সালে গ্যাংটক যাবার পথে এই আশ্রমের জমি নথীভূক্ত করেন। ফিরে আসার পথে তিনি আশ্রমের নির্মাণকার্য শুরু করার অনুমতি দেন। এই আশ্রমটি আনুমানিক ৮ মাসে নির্মিত হয়। এখানে আছে গুরুদেবের কুটির, ৩০০০ বর্গফুটের ধ্যানকক্ষ, ৩০০ অভ্যাসী ধারণ ক্ষমতাযুক্ত বিশ্রামাগর, শৌচাগার এবং রান্নাঘর ও খাবার জায়গা যেখানে একসঙ্গে ২৫০ জন অভ্যাসীকে পরিবেশন করা যায়। রাস্তা বিছানো হয়েছে ও প্রচুর গাছ লাগানো হয়েছে।

১১ জুলাই ২০১০, গুরুদেব সমগ্র উত্তর–পূর্ব ও নেপাল থেকে আসা আনুমানিক ৬০০ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে এই আশ্রমের উদ্বোধন করেন। সৎসঙ্গের পর গুরুদেব বক্তব্য রাখেন। তিনি ঐ এলাকায় মিশনের বিকাশের জন্য আশ্রমকে ব্যবহার করার জন্য জোর দেন। তিনি বিশেষভাবে পার্বত্য অঞ্চলের অভ্যাসীদের জন্য বছরে কমপক্ষে দুই থেকে তিনটি আঞ্চলিক জমায়েতের পরামর্শ দেন। আঞ্চলিক জমায়েতের সময়কালীন থাকা ও খাওয়ার খরচ সহজ মার্গ আধ্যাত্মিক সমিতি বহন করবে। এই আশ্রমের উদ্বোধনের সময় থেকে প্রতি বছর শিলিগুড়ি ও নিকটবর্তী কেন্দ্রের অভ্যাসীদের নিয়ে আমাদের পূজ্য গুরুদেবের জন্মদিন পালিত হয়ে আসছে।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2013 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. “Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", “SRCM”, “Constant Remembrance” and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.